ধর্মনিরপেক্ষতা

শায়খ মুহাম্মাদ আল ফিজাজি
(ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)

“ধর্মনিরপেক্ষতা শিরক ও ইলহাদ-নাস্তিকতার একটি ফটক হিসেবে অতীতেও ভূমিকা রেখেছে, বর্তমানেও রাখছে, আর ভবিষ্যতেও এই ভুমিকা অব্যাহত থাকবে। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা কুফর, ইনাদ ও আল্লাহর অবাধ্যতার ক্রীড়নক অতীতেও ছিল আর আজীবন থাকবে।

বিশ্বজাহানের পালনকর্তার শরিয়তকে বিচার ব্যবস্থার আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে এই বিভ্রান্তিকর মতবাদটি যখন নিজের আসল চেহারা প্রকাশ করলো, এবং আল্লাহর শরিয়তের কাছে বিচার প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ লাভ করলো তখন থেকেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অঙ্গন এমনকি শিক্ষাঙ্গনেও যাবতীয় বিপদ-আপদ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হতে লাগল।

এই সমস্ত বালা-মুসিবতকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বর্তমানে মানুষ আরও যে-সকল সমস্যায় জর্জরিত এই মতবাদটিই তার একমাত্র কারণ। মানব-জীবন থেকে ইসলামী শরিয়তকে দূরে ঠেলে দিলে শুধুমাত্র মহাবিপদই ডেকে আনবে না, বরং মানব-জীবনকে একেবারে শেষ করে দিবে।

এই শরিয়ত ছাড়া মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত খেজুর গাছের পশ্চাদভাগের মত মরে পড়ে থাকবে। পরিণত হবে নিষ্প্রাণ এক দেহে।

যখনই কারো নজরে পড়বে, মনে হবে, এ তো একটি প্রাণী মাত্র। যার কাজ হলো, খাওয়া-দাওয়া করা আর পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো। কারণ, ঈমানবিহীন এ-রকম জীবন শুধু একটি পশুর জীবন মাত্র। অন্য আর কিছু নয়।

এমন জীবন সম্পর্কেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করেন-

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ

(হে নবী!) আপনি দেখবেন যে, জীবনের প্রতি তারা অনেক লোভী।[বাকারা: ৯৬]

যেই জাতি আল্লাহর শরিয়তকে হাকিম বানায় না, অবশ্যই সেই জাতি একটি মৃত জাতি। তিনি তাদের মাঝে তখনই নতুন করে রূহ ফুঁকে দিবেন যখন তারা জীবন লাভের একমাত্র উৎসের দিকে ফিরে আসবে।

আর হ্যাঁ, সেটা হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের ডাকে সাড়া দেয়া এবং মীরাসসূত্রে-প্রাপ্ত আদর্শ ও হেদায়েতের অনুসরণ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল যখন তোমাদেরকে ডাক দিবেন তখন তোমরা তাঁদের ডাকে সাড়া দাও, যাতে করে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করতে পারেন। [আনফাল:২৪]

সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ত আমাদের জীবিত রাখে। পক্ষান্তরে মানব রচিত শরিয়ত-সংবিধান বিষতূল্য, যা তার অনুসারীদের জীবন কেড়ে নিয়ে মৃত করে রাখে।

এই মানব রচিত আইনই জুলুমের উৎস এবং জালেমদের অভয়ারণ্য। এটা এমন এক প্রান্তর যেখানে আশঙ্কাজনক হারে বাড়তে থাকে নানান জটিলতা। নতুন করে জন্ম নেয় আরও বহু বিয়োগান্তক ঘটনা।

মানুষ যেমন অক্ষম, তাদের রচিত সংবিধানও অক্ষম। তারা যেমন অজ্ঞ-মূর্খ তাদের সংবিধানও মূর্খতায় পরিপূর্ণ। এই সংবিধান এমনই এক সংবিধান যেখানে প্রাধান্য মনোবৃত্তি, স্বার্থপরতা আর অজ্ঞতার।

স্বভাবজাত এই সমস্ত ত্রুটি থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে না। কারণ, এই সব উপাদান দিয়েই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার নিয়ত এগুলো দিয়েই আচ্ছাদিত।

আর তার চেহারায় এ-সব দিয়েই প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এ-সব কারণেই মানব রচিত সংবিধানে সে-সব দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে যায় যার ছাপ তার স্বভাবে বিদ্যমান। আর এটা জানা কথা যে, যেই জিনিস নিজেই অসম্পূর্ণ তার থেকে পূর্ণতার আশা করা যায় না।

অনুরুপভাবে যে কোন বস্তু হরিয়ে ফেলে সে তো ঐ বস্তু অন্যকে আর দিতে পারে না। আল্লাহর শরিয়তের যে বিষয়টি মানব-জীবন বেঁচে থাকার একটি উপাদান হওয়া সত্ত্বেও আজ অকার্যকর তা হল ক্বিসাস। লোক সমাজে হাঙ্গামা, অপরাধপ্রবণতা, প্রতিশোধপরায়ণতা ও বিদ্রোহী মনোভাব ছিড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই একটি বিধানকেই নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যথেষ্ট।

আর শরিয়তের এই আংশিক দূরিকরণের মাধ্যমেই সমাজ ও ব্যক্তির অপমৃত্যুর দরজা খুলে যায়।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে জ্ঞানীগণ! ক্বিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত আছে। যাতে করে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। [বাকারা:১৭৯]

সুতরাং জীবন বেঁচে থাকার এই উৎস রহিত করলে নিশ্চিত মৃত্যুই ডেকে আনবে। এটা তো সকলেই জানে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা। আর একজন মুসলমানের জন্য এই মতবাদকে খারাপ জেনে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং এই মতবাদ ও তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

এখানে এ-বিষয়টি উল্লেখ করা জরুরী যে, ‘ইলম’ এবং ‘’আলমানিয়্যাহ’ (যার অর্থ ধর্মনিরপেক্ষকতা) এর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

এ-কারণেই যারা এই শব্দটির ‘আইন’ অক্ষরে যের দিয়ে পড়ে (অর্থাৎ “ইলমানিয়্যাহ”) তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমরা বলি, ‘আইন’ বর্ণে যবর দিয়ে ‘আলমানিয়্যাহ’ পড়াটাই অধিকতর শুদ্ধ। যের দিয়ে ‘ইলমানিয়্যাহ’ পড়া শুদ্ধ নয়। এই শব্দের উৎপত্তি আরবি শব্দ ‘আলাম’ থেকে যার ‘আইন’ বর্ণে যবর। ‘ইলম’ থেকে নয় যার আইন বর্ণে যের। এই বিষয়টি খুবই খেয়াল রাখতে হবে।

ইলমের সাথে জাহেলিয়্যাতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, জাহেলিয়্যাতের সম্পর্ক হল জাহালত-মূর্খতার সাথে। আর সকল প্রকার ইলম-জ্ঞান আছে সেই কথার মধ্যে যা আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, এবং বলেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ।

এ-কারণেই আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলি, ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যকার যুদ্ধকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সম্পর্ক মূলত ইলম-জ্ঞানের সঙ্গে।

কারণ, ইসলাম এসেছে সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহর তরফ থেকে। আর ধর্মনিরপেক্ষতার সম্পর্কে অজ্ঞতার সাথে। কারণ, অজ্ঞতা আসে মানুষের থেকে যারা জাহেল ও মূর্খ।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আর তোমরাই জান না। [বাকারা:২১৬]

অন্য ভাষায় বললে, এই যুদ্ধ মূলত ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ। তাই ধর্মনিরপেক্ষবাদিদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন পক্ষে আছে? কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে?

তখন তারা দেখতে পাবে যে, তারা তো আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর মুমিন বান্দাদের শত্রু হয়ে কাজ করছে। পশ্চিমা বিশ্বের কাফেররা কেয়ামতের দিন তাদের কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

তারাই সে-সব লোক ইহকাল এবং পরকালে যাদের আমল বরবাদ হয়ে গেছে।

এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। [আলে ইমরান:২২]

যদিও বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন নেই তারপরও বলছি, একেবারে পরিক্ষিত ও বাস্তব সত্য হল, দেখা যায় যে, উম্মাহর উপর যত বিপদ-আপদ আর বালা-মুসিবতই আসুক, অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে যে, এর স্থলে অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত্ব কোন শরিয়তের বাস্তবতায়ন ছিল। কিন্তু আজ তা অকার্যকর।

অনুরুপভাবে যে কোন দুঃখজনক ঘটনা বা পরাজয় কিংবা মহামারি অথবা জটিলতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এর স্থলে আল্লাহ কর্তৃক কোন না কোন শরিয়তের বিধান কার্যকর ছিল। কিন্তু আজ তার সবই নিষ্ক্রীয়, রহিত ও অকেজো হয়ে আছে কাফের ও মুনাফেকদের হাতে।

হোক না সেই সমস্যাটা রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক। যেমন, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্য, বিভিন্ন ধরণের রোগ এবং মানুষ যে-সকল বিপদ ও ধ্বংসের কথা জানে শুনে তাদের দৈনন্দিনের কাজের মধ্য দিয়ে সেগুলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া।

আর এভাবেই সর্বশ্রেণীর মানুষের উপর আপতিত বিপদ ও দুর্যোগের পরিমান দেখে তুমি অনুভব করতে পারবে যে, হুদুদ, ক্বিসাস, তা'যির-দোররা লাগানো, সাধারণ শিষ্টাচার ও হিসাব-নিকাশ সহ কী পরিমান ইসলামি শরিয়ত আজ উপেক্ষিত ও বর্জিত। এটাও অনুভব করতে পারবে, মানুষকে কোরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরানোর জন্যে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা যে-সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে তার পরিধি কতটা বিস্তৃত।

এখানে এ-বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই যে, রিজিক, সুখ, আত্মিক প্রশান্তি, সম্মান, ক্ষমতা ও উন্নতি লাভ হয় ঈমান এবং তাকওয়ার বরকতে। ধর্মনিরপেক্ষবাদিরা অবশ্যই এ-কথাটি বুঝবে না। বিশেষ করে তারা যখন পশ্চিমা সমাজকে দেখতে পায় যে, তারা ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে বুদ হয়ে আছে এবং আধুনিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও টেকনোলোজিসহ অন্যান্য সাইডেও জোয়ারে ভাসছে।

এরপর যখন ইসলামী সমাজের দিকে তাকায় তখন এর উল্টো দেখতে পায়। তবে তাদের দেশের অবস্থা আমাদেরকে এই বিষয়ে তাদের সতর্ক করতে বাধা দেয় না যে, পশ্চিমা বিশ্ব যেই পর্যায়ে পৌঁছেছে তা তাদের কুফরি ও নাস্তিকতার ফসল নয়। এমনকি বিজ্ঞান ও এ-জাতীয় যে কোন ধরণের প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধে নিজেদের আত্মবিশ্বাসের কারণেও নয়।

বরং তারা এ-পর্যায়ে পৌঁছেছে সভ্যতা চুরি করে, সেনাবাহিনী দিয়ে এবং উপনিবেশ গড়ে সম্পদের ডাকাতি করে, সস্তা শ্রমের বিনিময়ে, কখনো বা শ্রমিকের ইচ্ছায়, কখনো বা জোর করে, বিভন্ন ভূখণ্ড থেকে স্বেচ্ছায় কিংবা জোর খাটিয়ে শক্তশালি মেধাগুলোকে আমদানি করে।

এরপর তারা নির্মাণ করেছে বিভিন্ন প্রকারের সভ্যতা, কারিগরি বিদ্যা ও প্রযুক্তি। অর্জন করেছে শক্তি। এর বিপরীতে যে-সকল সমাজ পিছনে পড়ে আছে যার মধ্যে একটি হল ইসলামী সমাজ, তারা ইসলাম ধর্মের কারণেই যে এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে তা কিন্তু নয়।

কারণ, এই ধর্মের কিতাবের প্রথম নির্দেশনাই হল-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

পড় তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। [আলাক:১]

বরং তাদের পশ্চাপদতার প্রথম ও শেষ কারণ এটাই যে, তারা স্বয়ং ইসলাম থেকেই দূরে সরে পড়েছে। ইলমের ক্ষেত্রেও, আমলের দিক দিয়েও। এই ইসলামী সমাজকে সকল প্রকার পশ্চাদপদতা থেকে বের করে আনতে ইবাদত সংক্রান্ত কিছু শেআর আদায় করলে কাজ হবে না।

যার সঙ্গে শরয়ি কাযার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ এই কাযার বিষয়টা এমন যে, এটা ছেড়ে দিলে দুনিয়া ও আখেরাতে কেবল লাঞ্চনা আর রবের শস্তিই ভাগ্যে জুটবে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

তবে কি তোমরা কিতাব-কোরআনের কিছু বিশ্বাস কর আর কিছু অস্বীকার কর? তোমাদের মধ্যে যারা এমনটি করবে, দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য রয়েছে শুধুই লাঞ্চনা। আর কিয়ামতের দিন তাদেরকে আরো ভয়াবহ আযাবের কাছে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ বে-খবর নন। [বাকারা:৮৫]

প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সামরিক ও অর্থনৈতিক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের উন্নতির নেপথ্য কারণ হল, তারা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে চতুর্দিক থেকে মজবুত শ্রম শক্তি ও প্রখর মেধাগুলোকে নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই আমরা আজ শত্রু থেকে বে-খবর হওয়ার প্রথম ধাপ অতিক্রম করেছি।

আর এর কারণেই শাস্তিস্বরূপ আমরা এমন এক পশ্চাদপদতার দিকে ধাবিত হয়েছি যার পরিণত হল, নিজেদের একান্ত বিষয়েও পরিপূর্ণ গোলাম সেজে বসা। আর হ্যাঁ, সেটা হল, আমাদের আকিদা-বিশ্বাস। তাই আমি ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের কানে এই আওয়াজ দিতে চাই যে, পশ্চিমা বিশ্ব সভ্যতা পেয়েছেই চুরি রাহাজানি করে। আর আমরা যে পিছনে পড়ে আছি সেটা আমাদের কর্মেরই উপযুক্ত শাস্তি।

কারণ, আমরা আল্লাহর শরিয়তকে অকেজো করে রেখেছি। এর পরিবর্তে ইহুদি-খৃষ্টানদের শরিয়ত-সংবিধানকে বাস্তবায়ন করেছি। অথচ সর্বদিক দিয়ে সকল বিপদের গোড়ায় রয়েছে তাদের রচিত সংবিধান। বর্তমানের জন্যেও। ভবিষ্যতের জন্যেও।

হ্যাঁ, তাদের কাছে সম্পদ আছে। এর উৎস যাই হোক না কেন! অনুরুপভাবে তাদের আছে আসবাবপত্র, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষিত সন্তান। এরাই তাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা। কিন্তু তাদের এই সম্পদ অবৈধ ও হারাম যা তারা কামাই করেছে দুর্বলদের কাঁধে দাড়িয়ে আর পরাজিত জাতির ঘাম চুষে নিয়ে।

আর তাদের অধিকাংশ সন্তানরা হয়তো কুড়িয়ে পাওয়া কিংবা জারজ। যাদের মায়েরা ব্যভিচারিণী। আর বাবা বলতে কেউ নেই। মোট কথা, তাদের ব্যাপারে আমরা তাই বলব যা আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমে এরশাদ করেছেন-

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে অবাক না করে। আল্লাহ তো চান যে, তিনি এ-সবের মাধ্যমে দুনিয়াতে তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তারা কাফের অবস্থায় ধ্বংস হবে। [তাওবা:৫৫]

তা-ছাড়া তাদের সমস্যার তো শুরুও নেই। শেষও নেই। আর তাদের কাছে ধ্বংসের যে-সকল উপকরণ আছে তা তো আমাদের চোখের সামনেই। পরকালীন ধ্বংসের পূর্বে দুনিয়াবী ধ্বংসের দিকে তাদের ধাবমান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এটা এক অবধারিত বিষয়। যার থেকে পালানোর কোন সুযোগ নেই।

অপেক্ষা শুধু সময়ের। এখানে বেকারত্ব, অপরাধপ্রবণতা, মাদক ও পারিবারিক কলহ সহ আরো যে-সব সামাজিক ব্যাধি ছড়িয়ে আছে সে-গুলো উল্লেখ করলে আমাদের কথার সত্যতা আরো নিশ্চিত হবে।

তাই কেউ কেউ এ-কথা বিশ্বাস করত যে, দাপুটে সুফিয়াতি কাউন্সিল ধ্বসে পড়বে আর সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র লাঞ্চনা ও অপদস্থতার কাদায় গড়াগড়ি খেতে থাকবে। তাও আবার এমনসব লোকদের হাতে যারা অন্ন ও বস্ত্রহীন। পায়ে নেই পরার মত কোন জুতো।

যাদের পাথেয় বলতে আছে শুধু তাকবির ধ্বনি-আল্লাহু আকবার। যদি কাফের এবং মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র না থাকত তাহলে এই বিশ্বাসটা এতটাই বাস্তব হত যে, তা শুধু কাবুলের নয় বরং সমগ্র আফগান ও তার সহযোগীদের বিজয়ের জন্য নির্ধারিত।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাকদির ও তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবতায়িত হয়েছে। আসলে এখানে যদিও ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের নাম নিয়ে আলোচনা চলছে, কিন্তু আলোচনার লক্ষ্যবস্তু তারা যারা দ্বীনকে অস্বীকার করে না। অন্ততপক্ষে প্রকাশ্য কথাবার্তায়। কারণ, তাদের কেউ কেউ এ-কথা বলে যে, সে তো একজন পাক্কা মুসলিম।

আবার কখনও কখনও নামাজ পড়ে। রোজা রাখে। যাকাত দেয়। হজ আদায় করে। কিন্তু সে শুধু মনে করে যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম তার সময় পার করে এসেছে। এখন আর ইসলামী আইন এই যামানার জন্য উপযুক্ত নয়। তাহলে এই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে কাফের এবং মুরতাদ হয়ে গেছে।

এই অবস্থায় নামাজ এবং রোজা তার কোন কাজে আসবে না। অথবা সে বলে, ইসলামি শরিয়ত বাস্তবায়ন করলে পশ্চিমা শক্তির পক্ষ থেকে অনেক বিপদ ও ধ্বংস আমাদের দিকে ধেয়ে আসবে। এর কারণে অবরোধ, শাস্তি ও আন্তর্জাতিক মহল থেকে বহিস্কারের ঘটনা ঘটবে। এ-ছাড়াও অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আরও অনেক জটিলতার সৃষ্টি করবে যেগুলো মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের নেই - ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটকথা, আমরা আমাদের কাজে অপারগ। এদের সাথে তর্ক করার ইচ্ছা আমাদের নেই। যদিও তা দ্বীনের খাতিরে হয়। এটা তো জানা কথা যে, যে এ-ধরনের চিন্তা লালন করে সে এ-কথা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাআলার হাতেই রয়েছে সমস্ত রিজিক ও জীবন-মৃত্যু।

এবং এ-কথাও বিশ্বাস করে না, ভয় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে করা উচিত। অন্য কাউকে নয়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

তুমি তাদের ভয় কর? অথচ আল্লাহ তাআলাই ভয়ের একমাত্র উপযুক্ত। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। [তাওবা:১৩]

যারা কোরআন বিশ্বাস করে কিন্তু জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সর্ব অঙ্গনে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের পদ্ধতি তালাশ করে ভিন্ন ধর্মে, তাদের কর্তব্য হল, পুনরায় ঐ কোরআন পড়া যাকে তারা বিশ্বাস করে বলে দাবি করে। এবং তাদের নিচের আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা করা উচিত-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

যদি গ্রামবাসীগণ ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত তাহলে আমি তাদের উপর আসমান জমিনের বরকত উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করেছি। [আ'রাফ:৯৬]

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে কুফরের সঙ্গে মিশতে দেয় নি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা। আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত। [আনআম:৮২]

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ তাআলাই সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। [বাকারা:২৮২]

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

যে আল্লাহকে ভয় করবে তার জন্য তিনি মুক্তির পথ করে দিবেন। এবং তাকে রিজিক দিবেন এমন স্থান থেকে যার কল্পনা সে করতে পারবে না। [তালাক:২/৩]

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

যে আল্লাহকে ভয় করবে তার জন্য তিনি তার কাজ সহজ করে দিবেন। [তালাক:৪]

দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগত্য যে উত্তম, এ-ব্যাপারে আরও অনেক আয়াত ও হাদিস আছে যেগুলোকে গণনা করা কঠিন। যেমন-

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করল সে মহা সফলতা লাভ করল। [আহযাব:৭১]

আমরা এখন স্পষ্ট করে আরেকবার প্রশ্নটি করতে চাই: হে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা, তোমরা কি আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস কর? তোমরা কি রাসুলকে বিশ্বাস কর? তোমরা কি এ-কথা বিশ্বাস কর- কোরআনের পুরোটাই সত্য যা সেই পথ দেখায় যেটা সর্বাপেক্ষা সরল। যার কাছে ঘেষতে পারে না কোন মিথ্যা। সামনে দিয়েও না। পেছন দিয়েও না। তোমরা কি বিশ্বাস কর পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে এবং অস্বীকার কর সকল তাগুতকে? মানে, তোমরা কী খাঁটি দিলে একথা বল-, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ-, মুহাম্মাদুর্ রসুল্লাহ??

যদি তোমাদের উত্তর হয় হ্যাঁ-সূচক তাহলে তোমাদের জন্য আবশ্যক হল, কোরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা এবং গভমেন্টের সংবিধানের আকৃতিতে প্রকাশিত তাগুতকে অস্বীকার করা।

আর যদি তোমাদের উত্তর হয় নাসূচক তাহলে শুনে রাখ-, এই কুফরের দ্বারা তোমাদের শুধু ক্ষতিই হবে। তবে শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য। আর মিথ্যাবাদীদের জন্য রয়েছে ধ্বংস। ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদটি এমন কোন আঞ্চলিক কিংবা সামাজিক সমস্যা নয় যে, তা বিভিন্ন মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে। এটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শক্তিশালী একটি রাজনীতি। যা আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী

রাজনীতি যার কোন কিছুই কখনও পরিবর্তন হবে না। বরং সবসময় বাকি থাকবে। এমনকি তার ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো নিয়েই সে আপন অবস্থায় বহাল থাকবে।

তবে আমাদের পক্ষ থেকে ভাল একটি প্রতিজ্ঞা হতে পারে যে, আমরা সময়ে সময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে শুধু তাওবা করব। তাহলে আমাদের মাথা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার ভূত দূর হয়ে যাবে।

আমাদের মধ্যে তার জন্য আর কোন জায়গা থাকবে না। তানজা থেকে জাকার্তা পর্যন্তও না। এর পরেও না। অনুরুপভাবে আমরা বর্তমানে যে লাঞ্চনা আর অপদস্ততার মধ্যে দিনাতিপাত করছি সেটাও আমাদের থেকে বিদায় নিবে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

আল্লাহ তাআলা কোন কওমের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ যখন কোন কওমের অকল্যান চান তখন কেউ সেটা ফিরিয়ে রাখতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া তাদের অন্য কোন বন্ধু নেই [রাদঃ ১১]

পরিশেষে বলব: ধর্মনিরপেক্ষতার মানে আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং তিনি যা নাযিল করেছেন সেটাও অস্বীকার করা। যে এই মতবাদ লালন করবে কিংবা সাহায্য করবে অথবা এর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

আল্লাহর কসম! এই মতবাদটি সেই বড় ফিতনার একটি ফটক, যত গুরুত্বপূর্ণ বস্তুই হোক যার কাছে আসলে জীর্ণ হাড্ডির মত হয়ে যায়।

তাজা হোক আর মরা, তার সামনে কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না। তবে আল্লাহ যেটা চান সেটা বাদে। সুতরাং এই মতবাদের লোকেরা যেন একটু খেয়াল করে যে, ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে মুসলমানরা কোন অবস্থায় আছে। এবং তারা যেন জেনে রাখে, যে কোন আন্দোলনের জন্য এই মতবাদটিই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

চাই তা দেশের জন্য হোক কিংবা জনগণের জন্য। আর আমারাও যেন এই বিষয়টি মাথায় রাখি, যেই জিনিস জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহকে বাতিল করে দিয়েছে এবং যার কারণে আজ মুসলিমরা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে তার নামই হল ধর্মনিরপেক্ষতা যার কারণে নিরীহ পাখি পর্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে আর কুকুরও সিংহে পরিণত হতে পারে। আল্লাহ তাআলা পথভ্রষ্টদের হেদায়েত দান করুন আর বিশ্বব্যাপী মুজাহিদিনদের সাহায্য করুন।